নুসরাত সুলতানা'র
তিনটি কবিতা

কালের স্রোতোচ্ছাসে

এগিয়ে গিয়ে ধীরে;পরে ব্যথার নূপুর পায়,
দিয়েছিলাম তারে ও প্রেম, সুগন্ধি ও গায়।
বেজেছিল নিন্দা যে তাই প্রতি পদে পদে,
ভেবেছিলাম, বাসবো ভাল তবুও-নির্বিবাদে।
অপেক্ষাতে কত যে কাল করে দিয়ে পার,
সাধনাতে বসে থেকে শত শত বার,
হেঁটে এসে খানিকটা ঐ মরণেরও পথে
তুলে নিয়ে চুপিসারে গরল ও গলধে,
ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম যেন জীবনেরই মোড়,
বুঝিয়ে দিয়ে সকলেরে আমার প্রেমের জোড়।
মেনে নিয়ে দাবীর কাছে নিয়তি ও হার
দিয়েছিল তারে আমায়-ক্ষণিক উপহার।
হল যেন কালে বিরূপ, তাই সে কেমন ত্রাসে
কেড়ে নিল তারে আবার তারই স্রোতোচ্ছ্বাসে!

বিদায়

পরিয়ে দেবে বলে মালা, খোঁপায় প্রিয় ফুল,
দাঁড়িয়ে আছি সকাল থেকে এখন ভর দুপুর।
কথা ছিল আসবে তুমি দিনের প্রথম ভাগে,
দুপুর গড়ায়, বিকেল গড়ায়-ভরিয়ে যে মন দাগে।
ফিরছে ঘড়ে কত মানুষ! ফিরছে নীড়েও পাখি!
খুঁজছে তোমায় এদিক ওদিক ক্লান্ত দুটি আঁখি।
রাত্রি হল। আর কি বল দাঁড়িয়ে থাকা যায়?
এবার যাবার সময় হল। নিলাম তাই বিদায়!

বিকেলের ঐ বন্ধু

বিকেলের এক বন্ধু ভালো;
রঙ যদিও একটু কালো
তবু যেন জ্ঞানের আলো
ছড়িয়ে দিয়ে লাগায় ভালো।

সেদিন আবার দেখা হল।
সবুজ পথে হেঁটে হেঁটে
নানান রঙের কথা হল।
ধূসর কিছু স্মৃতিকথায়
বিরল রসিকতা হল,
সোনালী সুদিনের
সান্তনাতে ভদ্রতা হল,
চলতি কথায় আবার যখন
মতের ভিন্নতা হল,
অভিজ্ঞতার আলোকেতে
তারি সমঝোতা হল।

ভালো। ছিল সবই ভালো।
রেস্তোরাঁর ঐ গানের তাল ও
লাল রঙের ঐ ভাজা চাল ও
সবজিটার ঐ মাপা ঝাল ও
পাতা ঝরা ঐ তমাল ও
তার চূড়ার ঐ বাসার চাল ও
ক্যাকটাসের ঐ কাঁটাজাল ও
চোখ আঁকা ঐ গাছের ছালও
ভালো। তবে সবের ভালো-
বিকেলের ঐ বন্ধু কালো।